উইকিপিডিয়া

ফিতরা

ফিতরের যাকাত

ফিতরা বা **ফেতরা**(فطرة) আরবী শব্দ, যা ইসলামে **যাকাতুল ফিতর** (ফিতরের যাকাত) বা **সাদাকাতুল ফিতর** (ফিতরের সদকা) নামে পরিচিত। **ফিতর** বা **ফাতুর** বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয় যা দ্বারা রোজাদারগণ রোজা ভঙ্গ করেন।[১] যাকাতুল ফিতর বলা হয় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গরীব দুঃস্থদের মাঝে রোজাদারদের বিতরণ করা দানকে। রোজা বা উপবাস পালনের পর সন্ধ্যায় ইফতার বা সকালের খাদ্য গ্রহণ করা হয়। সেজন্য রমজান মাস শেষে এই দানকে যাকাতুল ফিতর বা সকালের আহারের যাকাত বলা হয়। [২]

নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন, শিশু-বৃদ্ধ, ছোট-বড় সকল মুসলিমের জন্য ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। ইবনে উমর থেকে জানা যায়ঃ

> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة" متفق عليه
> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানের যাকাতুল ফিতর এক 'সা' পরিমাণ খেজুর বা যব ওয়াজিব করেছেন। তিনি লোকদের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।[৩][৪]

ফিতরার বিধান

কে ফিতরা দেবে

ছাদাক্বাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ওয়াজিব। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ পরিমাণ খেজুর বা যব যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ওয়াজিব করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন’।[৫] যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। এভাবে যদি সুবহে সাদেকের পরে কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তার পক্ষ থেকেও ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে বা কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাদের ওপরও ফিতরা ওয়াজিব।[৬] ছাদাক্বাতুল ফিতর হ’ল জানের ছাদাক্বা, মালের নয়। বিধায় জীবিত সকল মুসলিমের জানের ছাদাক্বা আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে সক্ষম না হ’লেও তার জন্য ফিৎরা ওয়াজিব।

কে ফিতরা পাবে

গরীব, দুঃস্থ, অসহায়, অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে ফিতরা প্রদান করা যাবে।

কাজের লোককে ফিতরা দেয়া

বেতনভুক্ত কাজের ব্যক্তির পক্ষে ফিতরা প্রদান করা মালিকের উপর আবশ্যক নয়। তবে মালিক ইচ্ছে করলে কাজের লোককে ফিতরা প্রদান করতে পারবেন। তবে তিনি বেতন বা পারিশ্রমিক হিসেবে ফিতরা প্রদান করতে পারবেন না ।

যা দিয়ে ফিতরা দেয়া যাবে

অর্ধ ছা‘ ফিতরা আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মু‘আবিয়া -এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। সিরিয়া হ’তে গম আমদানী করা হ’ত। তাই উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু‘আবিয়া -এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যারা অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা ফিৎরা আদায় করেন, তারা মু‘আবিয়া -এর রায়ের অনুসরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী বলেন, সুতরাং অর্ধ ছা‘ ফিৎরা আদায় করা সুন্নাহর খেলাপ। রাসূল (ছাঃ) যাকাতের ও ফিতরার যে হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা রদবদল

করার অধিকার কারো নেই।[৭] এ ব্যাপারে ওমর একটি ফরমান লিখে আমর ইবনে হাযম -এর নিকটে পাঠান যে, যাকাতের নিছাব ও প্রত্যেক নিছাবে যাকাতের যে, হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তার রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে, কোন দেশে কমবেশি অথবা রদবদল করার অধিকার কারো নেই। [৮]

খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দেয়া

শরী'আতের বিধান গ্রহণ করতে হবে ইসলামের মূল উৎস থেকে। মূল উৎস হ'ল দু'টি (১) পবিত্র কুরআন *(আ'রাফ ৭/৩)* ও (২) ছহীহ হাদীছ।[8] কুরআন মাজীদের পর ছহীহ হাদীছই হবে শরী'আতের দলীল।[৯] মিস'আর ইবনে কিদাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি, لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الثِّقَاتُ 'নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না'।[১০]আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার পক্ষ থেকে বেশী বেশী বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকবে। যে ব্যক্তি আমার উপর কোন কথা আরোপ করবে সে যেন কেবল হক বা সত্য বলে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কোন কথা আরোপ করবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল'।[১১]

> يه তোমরা খাদ্যের খবিস (নিকৃষ্ট) অংশ দ্বারা আল্লাহর পথে খরচ করার সংকল্প করিও না। অথচ তোমরা স্বয়ং উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নও।[১২]

তবে ধানের থেকে চাল দিয়ে ফিতরা প্রদান করা উত্তম। নিম্নোক্ত কিয়াস থেকে এই ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়ঃ

> [১৩]

যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে হবে খাদ্যবস্ত্ত দ্বারা। টাকা-পয়সা দিয়ে নয়। [১৪]এ মর্মে বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

[১৫]

টাকা দিয়ে ফিতরা দেয়া

মুহাম্মদ সাঃ এর যুগে মুদ্রা হিসেবে দিরহাম প্রচলিত ছিলো। দিরহামের দ্বারা কেনা কাটা, দান খয়রাত করা হতো। তবু সাহাবী খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায় মুহাম্মদ সাঃ খাদ্য বস্তু দিয়ে ফিতরা প্রদান করতেন। এজন্য মুসলমান পন্ডিতদের বড় অংশ টাকা দিয়ে ফিতরা প্রদানের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেন। ইমাম আহমদ

রহঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের বরখেলাফ হওয়ার কারণে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তা যথেষ্ট হবে না।[১৬]

সা এবং অর্ধ সা

ফিতরা প্রদানের পরিমাপ সংক্রান্ত আলোচনায় **সা (https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10148)** বহুল আলোচিত শব্দ। সা হচ্ছে আরবদেশে ওজন বা পরিমাপে ব্যবহৃত পাত্র। বাংলাদেশে যেমন ধান পরিমাপের জন্য একসময় কাঠা ব্যবহৃত হত। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের ছা‘ হিসাবে এক ছা‘-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়। বিভিন্ন ফসলের ছা‘ ওযন হিসাবে বিভিন্ন হয়। এক ছা‘ চাউল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়। তবে ওযন হিসাবে এক ছা‘ গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি ২ কেজি ২২৫ গ্রামের বেশী হয়। ইরাকী এক ছা‘ হিসাবে ২ কেজি ৪০০ গ্রাম অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। বর্তমানে আমাদের দেশে এক ছা‘তে আড়াই কেজি চাউল হয়।[১৭]

এখানে প্রমাণ সাইজ হাত বলতে, একজন মাঝামাঝি শারীরিক গঠনের মানুষ অর্থাৎ অধিক লম্বা নয় এবং বেঁটেও নয়, এই রকম মানুষ তার দুই হাত একত্রে করলে যে অঞ্জলি গঠিত হয়, ঐরকম পূর্ণ চার অঞ্জলি সমান হচ্ছে এক সা।[১৮][১৯]

অর্ধ ছা‘ ফিতরা আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। সিরিয়া হ’তে গম আমদানী করা হ’ত। তাই উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যারা অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা ফিৎরা আদায় করেন, তারা মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর রায়ের অনুসরণ করেন মাত্র। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, সুতরাং অর্ধ ছা‘ ফিৎরা আদায় করা সুন্নাহর খেলাপ। রাসূল (ছাঃ) যাকাতের ও ফিতরার যে হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।[২০][২১] এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ) একটি ফরমান লিখে আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-এর নিকটে পাঠান যে, যাকাতের নিছাব ও প্রত্যেক নিছাবে যাকাতের যে, হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে, কোন দেশে কমবেশী অথবা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।[২২][২৩][১৭]

আরও পড়ুন

- ইসলাম
- যাকাত

- ঈদুল ফিতর
- ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান (https://at-tahreek.com/article_details/7265)
- ফিতরা সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরি মাসআলা (https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=103&section=1430)

তথ্যসূত্র

1. *আল মুজাম আল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা ৬৯৪*
2. *ফাতহুল বারী ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৩*
3. *সহীহ বুখারী http://sunnah.com/bukhari*
4. *সহীহ মুসলিম http://sunnah.com/muslim*
5. *সহীহ বুখারী ১৫০৩, ১৫০৪, ১৫০৭, ১৫০৯, ১৫১১, ১৫১২, মুসলিম ১২/৪, হাঃ ৯৮৪, আহমাদ ৫১৭৪ (তাওহীদ পাবলিকেশন) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৪১২), মিশকাত হা/১৮১৫*
6. *আমলগিরি:১/১৯২*
7. *ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ*
8. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৫৭৫।*
9. *ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী (রহঃ), আল-কাওলুল মুফীদ ফী হুকমিত তাক্বলীদ, অনুবাদ। চট্টগ্রাম: আযাদ প্রকাশন। ৩য় সংস্করণ, ২০১৫খৃঃ। পৃষ্ঠা ১১। Authors list-এ ।প্রথমাংশ1 = এর ।শেষাংশ1 = নেই (সাহায্য); এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন: ।তারিখ = (সাহায্য)*
10. *মুক্বাদ্দামা ছহীহ মুসলিম হা/৩১ পৃঃ ১॥।*
11. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫; ছহীহাহ হা/১৭৫৩।*
12. *আল কুরআন সুরা বাক্বারাহ - ২৬৭ নং বাক্য*
13. *তর্জুমানুল হাদীস, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, রবিউল আওয়াল, ১৩৭০ হি*
14. *At-tahreek, Monthly। "প্রশ্ন (২৮/১০৮) : বুখারীর ১৫১১ নং হাদীছে বলা হয়েছে যে, ওমর বিন আব্দুল আযীয টাকা দিয়ে ফিতরা আদায়ের জন্য বলেছিলেন" (https://at-tahreek.com/article_details/8786) ।মাসিক আত-তাহরীক ।ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৪-১৩।*
15. *বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৪।*
16. *মুগনী, ইবনু কুদামাহ, ৪/২৯৫*

17. *At-tahreek, Monthly। "ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান" (https://at-tahreek.com/article_details/7265) । মাসিক আত-তাহরীক। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৪-১৩।*
18. *ফাতাওয়া মাসায়েল/ ১৭২-১৭৩*
19. *সউদী ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ফতোয়া নং ৫৭৩৩ খণ্ড ৯য় পৃ: ৩৬৫*
20. *ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
21. *"সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) | হাদিস: ১৫০৪ [ ]" (http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=25435) । www.hadithbd.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৪-১৩।*
22. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৫৭৫।*
23. *মুসলিম, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাতুল ফিতর হাদীস নং ২২৮১ এবং ৮২*

'https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=ফিতরা&oldid=5815801' থেকে আনীত

Ahb Mubarak দ্বারা ১০ দিন আগে সর্বশেষ সম্পাদিত

উইকিপিডিয়া